# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

## জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮


তারিখ: ২৬.৪.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

### চেসিক মেয়র ডা. শাহাদাত: দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে উঠবে টেকসই চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) আওতায় ইপিজেড মোড় থেকে চান্দার পাড়া ময়লার ডিপো পর্যন্ত রেলবিট রোড উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।"চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই রাস্তাটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী মো. মোহাইমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, বিএনপি নেতা এম এ আজিজ, মো. কামাল উদ্দিন, মো. সেলিম, মো. আজমসহ চসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।মেয়র তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এই এলাকায় প্রায় ৪৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং আরও চলবে ইনশাআল্লাহ। এই রাস্তা এবং অন্যান্য অবকাঠামো আমাদের পবিত্র আমানত। এখানে কোনো দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। নালা, স্ল্যাবসহ কোনো কাজে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তিনি স্থানীয় জনগণকেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান, যেন নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার না হয় এবং কাজের গুণগত মান বজায় থাকে।তিনি বলেন, "আমরা একটি কোয়ালিটি রোড নির্মাণে বদ্ধপরিকর, যা ছয় মাস পর ভেঙে যাবে না বা বর্ষায় নষ্ট হবে না। এজন্য নাগরিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন।"জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল ও নালা পরিষ্কারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন, "মহেশখালসহ সকল খাল পরিষ্কার রাখতে হবে। কোথাও ময়লা-আবর্জনা, প্লাস্টিক, পলিথিন ফেলা যাবে না। প্রয়োজনে ছোট আকারের ডাস্টবিন সরবরাহ করা হবে।" মেয়র সতর্ক করে দিয়ে জানান, যারা নিয়ম ভাঙবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করছেন।দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর পরিচালন ব্যবস্থার (সিটি গর্ভন্যান্স) উপর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের করা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল্যায়নে চসিক প্রথম হয়েছে বলেও মেয়র জানান। তিনি বলেন, "আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ক্লিন ও হেলদি সিটি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। শিশুদের জন্য খেলার মাঠ নির্মাণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে পার্ক উন্মুক্তকরণ, দীঘি উন্মুক্তকরণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলেই চসিক আজ দেশসেরা হয়েছে।"মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "একটি সুন্দর, টেকসই এবং দুর্নীতিমুক্ত চট্টগ্রাম গড়তে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।"

### চট্টগ্রামকে 'ওয়ান সিটি টু টাউন' মডেলে গড়তে চান মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও নগরায়নের চাপ মোকাবিলা করে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামকে ‘ওয়ান সিটি টু টাউন’ মডেলে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।শনিবার কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্পট পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জসিম উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম এবং সহকারী প্রকৌশলী রুবেল চন্দ্র দাশসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, "চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রীয় এলাকার চাপ কমাতে এবং নাগরিক সেবা সহজলভ্য করতে শহরকে দুই অঞ্চলে ভাগ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন করা হবে। একটি অঞ্চল থাকবে বর্তমান নগর কেন্দ্র, অপরটি হবে কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ের নতুন টাউনশিপ।"তিনি আরও বলেন, "নগরায়নের চাপে যেন নাগরিক জীবনের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য আধুনিক অবকাঠামো, পরিকল্পিত সড়ক নেটওয়ার্ক এবং সবুজায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।"চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন, "আমি চট্টগ্রামের বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে এ নগরীকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।"একইদিন মেয়র নগরীর সাগরিকায় চসিকের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি এসব স্থাপনার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে চসিকের রাজস্ব আয় বাড়ানোর ঘোষণা দেন। মেয়র বলেন, "আমি চসিককে স্বনির্ভর করতে চাই। চট্টগ্রাম সিটির প্রথম

মেয়র হিসেবে আমি বন্দর থেকে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছি। যে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আমি তা পুনরুদ্ধার করেছি। যে বিপ্লব উদ্যান বেদখলের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ করে নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ঠিক একইভাবে অব্যবস্থাপনা ও লুটপাটের কারণে অর্থনৈতিকভাবে ধুঁকতে থাকা চসিককে স্বাবলম্বী করে তুলব।"

মেয়র জানান, ইতোমধ্যে চসিকের বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া পুনঃনির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যাতে প্রতিষ্ঠানটির আয় আরও বাড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়া রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য মাঠ পর্যায়ে তৎপরতা বাড়াতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮